তাওহীদ

বাংলার মিশন-কোর্স
(ষষ্ঠ শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস
আব্দুল হামীদ মাদানী

ঈমান

দ্বীনে ইসলাম আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সচ্চরিত্রতার নাম। যদিও ঈমান মানে বিশ্বাস, তবুও আমল ছাড়া তা পরিপূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, ঈমানঃ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কার্যে পরিণত---এই তিনটি কাজের সমষ্টির নাম। একটি ছেড়ে অন্যটি কোন কাজে দেবে না।

ঈমান পুণ্যকাজে বৃদ্ধি এবং পাপকাজে হ্রাস পায়।

❁ ঈমানের রুক্ন (খুঁটি) ছয়টি ঃ-

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান।
২। ফিরিশ্তাসমূহের প্রতি ঈমান।
৩। অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
৪। প্রেরিত নবী ও রসূলসমূহের প্রতি ঈমান।
৫। (মৃত্যুর পর আর এক জীবন) পরকালের প্রতি ঈমান।
৬। আল্লাহর লিখিত তকদীর ও ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান।

কুরআন ও হাদীস থেকে ঈমানের রুক্নসমূহের প্রমাণ

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} (١٧٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে....। *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৭)*

{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (٤٩) سورة القمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। *(ক্বামার ঃ ৪৯)*

উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ

পর্যন্ত সে নবী ﷺ-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।" সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" সে বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, "ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।" সে (পুনরায়) বলল, 'আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন (সেদিন কবে সংঘটিত হবে?)' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসকের চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)।" সে বলল, '(তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন।' তিনি বললেন, "(ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।" অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার ﷺ বলেন,) 'আমি অনেকক্ষণ রসূল ﷺ-এর খিদমতে থাকলাম।' পুনরায় তিনি বললেন "হে উমার! তুমি কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "ইনি জিব্রাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন।" *(মুসলিম)*

ঈমানের উক্ত ছয়টি মূল ভিত্তির ব্যাপারে সমস্ত রসূল ও শরীয়ত একমত। এর মধ্য হতে কোন একটিতে যদি কেউ অবিশ্বাসী হয়, তাহলে সে 'কাফের' গণ্য হবে।

অবশ্য এ ছয়টি হল ঈমানের মূল বুনিয়াদ অথবা স্তম্ভ। আর কেবল বুনিয়াদ

ও স্তম্ভ দিয়েই ঈমানের অট্টালিকা গড়ে ওঠে না। ইসলামে আরো অনেক বিষয় আছে, যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তা জানতে পারবে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল, আল্লাহর প্রতি এমন নিশ্চিত, সুদৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, পালনকর্তা ও রুযীদাতা। প্রকৃতির নিয়মের নিয়ামক তিনিই। তিনিই সকল প্রকার ইবাদতের একমাত্র যোগ্য অধিকারী। তিনিই সমস্ত সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। এ সবে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

অপরিহার্যরূপে এই বিশ্বাসকে অন্তরে লালন করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অধীনে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

(১) মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস-স্থাপন

আল্লাহ যে আছেন, সে কথা মানুষের সুস্থ ও অবিকৃত প্রকৃতি অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করে। তাঁর নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বিশ্বজগতে, তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করলেও স্রষ্টার অস্তিত্ব বুঝে আসে। সুখ ও দুঃখ, উত্থান ও পতন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রতিটি মানুষই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে পারত, যদি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে তার বিকৃতি না ঘটত। মহানবী ﷺ বলেন,

((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ....))

অর্থাৎ, প্রতিটি শিশু (ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী বানিয়ে নেয় অথবা খ্রিস্টান বানিয়ে নেয় অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে নেয়। *(বুখারী)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}

(٣٠) سورة الروم

অর্থাৎ, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর সেই

প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। *(রূমঃ ৩০)*

(ক) স্রষ্টা আছেন, তার যুক্তিসম্মত প্রমাণ

ক্রিয়া কোন কর্তা ছাড়া, শিল্প কোন শিল্পী ছাড়া, লেখা কোন লেখক ছাড়া কি বিশ্বাস করা যায়?

এক আস্তিক আলেমের সঙ্গে এক নাস্তিক পন্ডিতের তর্কসভা হওয়ার কথা। সেখানে আস্তিক প্রমাণ করবেন, স্রষ্টা আছেন, আর নাস্তিক প্রমাণ করবে, তা নেই।

সভায় প্রচুর লোকের সমাগম ছিল। আস্তিক আলেম সভায় উপস্থিত হতে দেরি করছেন দেখে অনেকে ধারণা ক'রে বসল যে, তিনি হয়তো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না।

তাঁর বাসা ছিল নদীর ওপাড়ে। এদিকে সভায় বড় উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষা চলতে চলতে লোকেদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। সকলে তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। নাস্তিক বলল, 'আসলে উনি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না বিধায় দেরি ক'রে সভায় উপস্থিত হয়েছেন!'

আস্তিক বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা হয়তো জানেন। আমার বাড়ি নদীর ওপাড়ে। এ পাড়ে আসার জন্য যথাসময়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে এসে দেখি, কোন নৌকা-ওয়ালা নেই। তাই অপেক্ষা করতে করতে দেরি হয়ে গেল। অবশেষে কোন নৌকা-ওয়ালা পেলামও না। বহু অপেক্ষার পর দেখলাম, ঘাটের কাছে একটি বড় গাছ আপনা-আপনি পড়ে গেল। তারপর আপনা-আপনি পাটা তৈরি হল। আপনা-আপনি পাটাগুলি আপোসে জোড়া লেগে নৌকা তৈরি হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে পানিতে নেমে গেল। আমি তাতে চড়ে বসলাম। সেই নৌকা মাঝি-মাল্লা ছাড়া এ পাড়ে পার ক'রে দিল। আর তারপরই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছি।'

সভাস্থ প্রায় সকল জনতাই 'হো-হো' ক'রে হেসে উঠল। নাস্তিক বলে উঠল, 'উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী! আপনাদের কী মনে হয়? উনি কি একজন পাগল নন? কোন নৌকা কি নিজে নিজে তৈরি হয়ে বিনা মাঝি-মাল্লাতে নদী পার ক'রে দিতে পারে? আসলে উনি স্রষ্টাতে বিশ্বাসী হয়ে পাগল হয়ে গেছেন। আপনারা কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস করবেন না।'

আস্তিক আলেম বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা ইনসাফের সাথে বিচার

ক'রে বলুন, পাগল আমি, না উনি? আমি তো কেবল বলেছি, নদীর ধারে একটি নৌকা আপনা-আপনি তৈরি হয়ে নদীতে চলাচলের কথা। আর উনি যে বলেন, এ সারা বিশ্বজাহান, এ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, এ আকাশ-বাতাস সব কিছু বিনা পরিচালক ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে উনি কি আমার চাইতে বেশি বড় পাগল নন?'

সভায় উপস্থিত জনতা এমন যুক্তিযুক্ত জবাব শুনে আস্তিক আলেমকে সমর্থন করল।

বলা বাহুল্য, সৃষ্টি ও তার নিয়ন্ত্রণ, তদবীর ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিবেককে প্রশ্ন করলে, উত্তর এই মিলবে যে, অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। যে প্রকৃতির নিয়মে বিশ্বের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে, সেই নিয়মের নিয়ামক তিনিই।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ} (٣٦) سورة الطور

অর্থাৎ, তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। *(তূরঃ ৩৫-৩৬)*

(খ) আল্লাহ অস্তিত্বের শরয়ী প্রমাণ

সমস্ত আসমানী গ্রন্থ এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই একজন আছেন। যিনি শরীয়তের বিধান দিয়েছেন, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্ব রচনা করেছেন, তিনিই আল্লাহ।

সে সব কিতাবে রয়েছে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা তথ্য ও প্রমাণ।

(গ) বাস্তব অনুভূতি ও উপলব্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

১। মানুষ যখন নিরুপায় হয়, গত্যন্তরহীন হয়ে অসহায় হয়, তখন কারো কাছে অভিযোগ করতে মন চায়, কারো কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে ইচ্ছা হয়। এমন কিছু সাহায্য আছে, যা সৃষ্টিতে করতে পারে না। মানুষ স্রষ্টার বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে আহবান করে, তিনি তার আহবানে সাড়া দেন। বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কুরআন ও হাদীসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ নূহ ﷺ সম্পর্কে বলেন,

{وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ}

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) নূহকে; পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল, তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহবানে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম। *(আম্বিয়াঃ ৭৬)*

একদা মহানবী ﷺ জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, আর পরিবার-পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন মহানবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন তিনি নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও গেল থেমে। *(বুখারী ৯৩৩নং, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদ আহমদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

যিনি আর্তের আর্তনাদ শ্রবণ করেন, যিনি বিপদে আহবানে সাড়া দিয়ে উদ্ধার করেন, তিনিই আল্লাহ।

২। আম্বিয়াগণের অসংখ্য মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা, যা মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করেছে অথবা বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করেছে, তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যিনি ঐ মু'জিযার সংঘটক এবং নবীর প্রেরক, তিনি কোন অদৃশ্য-শক্তি এবং তিনিই আল্লাহ। মানুষ যাদু দেখাতে পারে, কিন্তু মু'জিযা প্রদর্শন করতে পারে না। মু'জিযা কেবল আল্লাহর ইচ্ছানুসারে নবীর সমর্থনে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

মূসা ﷺ-এর লাঠির সাপ হওয়া, ঈসা ﷺ-এর মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, শেষনবী ﷺ-এর চন্দ্র দ্বিখন্ডিতকরণ ইত্যাদি বহু মু'জিযার কথা আমরা কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারি।

(২) মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্বের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্ব বা রুবূবিয়্যাতের প্রতি ঈমানের অর্থ এই বিশ্বাস যে, তিনিই সারা সৃষ্টির প্রভু ও প্রতিপালক। তিনি প্রকৃতির নিয়মের নিয়ামক, সারা বিশ্বের পরিচালক। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। এ সবে তাঁর কোন শরীক ও সহায়ক নেই।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। *(আ'রাফঃ ৫৪)*

(৩) মহান আল্লাহর উপাস্যত্বের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহর উপাস্যত্ব বা উলূহিয়্যাতের প্রতি ঈমানের অর্থ এই যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, মা'বূদ ও ইবাদতের যোগ্য। সকল প্রকার ইবাদত পাওয়ার অধিকারী তিনিই। তাতে তাঁর কোন প্রকার শরীক নেই।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} (١٦٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য (আল্লাহ)। তিনি ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, তিনি চরম করুণাময়, পরম দয়ালু। *(বাক্বারাহঃ ১৬৩)*

(৪) মহান আল্লাহর সুন্দর নামাবলী ও সুউচ্চ গুণাবলীর প্রতি ঈমান

কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত নাম বা গুণ, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে অভিহিত ও গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না ক'রে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না ক'রে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না ক'রে বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(আ'রাফঃ ১৮০)*

তিনি আরো বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরাঃ ১১)*

۞ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার গৌরবময় সুফল

১। মু'মিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রতি কোন আশা রাখবে না, তিনি ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা রাখবে না। তার জীবন হবে শক্তি-সমৃদ্ধ, আল্লাহর বলে বলীয়ান।

২। মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ ক'রে তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হলে মু'মিন আল্লাহকে বেশিরূপে ভালবাসবে, তাঁকে আরো বেশি তা'যীম করবে, আরো বেশি মান্য করবে।

৩। মানুষের প্রকৃতি এই যে, 'যার নুন খাই, তার গুণ গাই।' সুতরাং মু'মিন যখন আল্লাহকে নিজের একমাত্র প্রতিপালকরূপে চিনবে, তখন সে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। আসল রাজাকে চিনলে আর দারোয়ানের মাথায় টোপর দেবে না।

৪। ইহ-পরকালে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

ফিরিশ্তামন্ডলীর প্রতি ঈমান

এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাবর্গকে নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি ক'রে অদৃশ্য রেখেছেন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং তাঁরা তা যথাযথভাবে পালন ক'রে থাকেন। তিনি তাঁদেরকে নিষ্পাপ ইবাদতকারী ও সদা অনুগত বান্দারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের ইবাদত ও আনুগত্য সম্পাদনে উপযুক্ত শক্তিও দান করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ} (٢٠) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন; আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তি বোধও করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। *(আম্বিয়াঃ ১৯-২০)*

۞ ফিরিশ্তামন্ডলীর সংখ্যা

ফিরিশ্তামন্ডলীর সংখ্যা যে কত, তা কেবল সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহই জানেন। তিনি বলেন,

{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} (٣١) سورة المدثر

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। *(মুদ্দাষ্ষির ৩১)*

সহীহ বুখারী-মুসলিমে উল্লিখিত মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ-কে যখন আসমানে অবস্থিত বায়তুল মা'মূরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি দেখতে পান যে, সে ঘরে অসংখ্য ফিরিশ্তা ইবাদত করছেন। সে ঘরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্তা ইবাদত করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ঘরে দ্বিতীয়বার ইবাদত করার সুযোগ তাঁদের মিলবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ কট্কট্ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

۞ ফিরিশ্তামন্ডলীর প্রতি ঈমানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

১। তাঁদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস।

২। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম আমরা জানতে পেরেছি, তাঁদের নাম-সহ বিশ্বাস করা, যেমন জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল, মালাকুল মাওত, মালেক প্রভৃতি। আর যাঁদের নাম আমরা জানতে পারিনি, তাঁদের প্রতিও আমভাবে বিশ্বাস রাখা।

৩। তাঁদের মধ্যে যাঁদের বিশেষ আকৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি, তাতে বিশ্বাস রাখা। যেমন জিবরীল ﷺ-এর ছয় শত ডানা, যাঁকে আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর স্ব-আকৃতিতে দর্শন করেছিলেন, তিনি দিগ্চক্রবাল ঘিরে ছিলেন।

এ ছাড়া অন্যান্য ফিরিশ্তারও অদৃশ্য ডানা আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١)

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই---যিনি ফিরিশ্তাদেরকে বাণীবাহক (দূত) করেন; যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার ডানাবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(ফাত্বির ঃ ১)*

ফিরিশ্তা আল্লাহর নির্দেশে কখনো কখনো মানুষের আকৃতিতে দৃশ্যমান হন। যেমন,

যুবক সেজে ইব্রাহীম ﷺ-এর মেহমান হয়ে এসেছিলেন।

পুরুষের বেশে মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)এর নিকট সন্তানের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

বানী ইস্রাঈলের টাক-ওয়ালা, ধবল-কুষ্ঠরোগ-ওয়ালা ও অন্ধের নিকট পরীক্ষার জন্য মানুষের বেশে এসেছিলেন।

মুসাফিরের বেশে সাহাবাদের সামনে নবী ﷺ-কে ঈমান-ইসলাম সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জিবরীল ﷺ উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনেক সময় তিনি সাহাবী দিহয়্যাহ কালবীর রূপ ধারণ ক'রে আসতেন।

বদর ইত্যাদি যুদ্ধে যোদ্ধার বেশে বহু ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৪। তাঁদের কর্ম ও কর্তব্য সম্বন্ধে যা জানতে পারি, তাতে বিশ্বাস রাখা। যেমন ঃ-

তাঁরা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করেন না এবং ক্লান্তি বোধও করেন না। তাঁরা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন; তারা শৈথিল্য করেন না।

জিবরীল ﷺ অহী অবতীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মীকাঈল ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের কাজে, ইস্রাফীল ﷺ 'সূর' (শিঙা) ফুঁকার কাজে, মালাকুল মাওত প্রাণীর প্রাণ-হরণের কাজে এবং মালেক জাহান্নামের তদারকির কাজে নিযুক্ত আছেন।

কোন ফিরিশ্তা মায়ের পেটে ভ্রূণের তত্ত্বাধানে, কেউ মানুষের হিফাযতের কাজে, কেউ তার পুণ্য লেখার কাজে, কেউ তার পাপ লেখার কাজে, কেউ কেউ কবরে পরীক্ষা নেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন।

❁ ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান রাখার গৌরবময় সুফল

১। বান্দার মনে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়, যেহেতু ফিরিশ্তা এক মহা সৃষ্টি। আর সৃষ্টির মহত্ত্ব স্রষ্টার মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে।

২। মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তিনি বান্দার হিফাযতের জন্য ফিরিশ্তা নিযুক্ত করেছেন।

৩। মহান আল্লাহর প্রতি ভীতি বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তিনি বান্দার পাপ-পুণ্য নোট করার জন্য ফিরিশ্তা নিযুক্ত রেখেছেন।

৪। মহান আল্লাহর ইবাদতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তিনি ফিরিশ্তামন্ডলীকে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের জন্যই জ্বিন-ইনসানের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।

জ্বিন জাতি

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে জ্বিন জাতির কথা জানা দরকার। যেহেতু ফিরিশ্তা জগতের মতো তাদেরও একটি অদৃশ্য জগৎ আছে। তার প্রতি বিশ্বাস রাখাও জরুরী, যেহেতু তার অস্তিত্বের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ জাতির আদি পিতা হল ইবলীস। দৈত্য, দানব, শয়তান, অসুর, রাক্ষস, দেও-পরী, ভুত-প্রেত-প্রেতিনী, প্রেতাত্মা, পিশাচ---এসব কিছু জিনেরই বিভিন্ন ভাষায় অথবা বিভিন্ন গুণের উপর এক একটা নাম।

জ্বিন আগুন থেকে সৃষ্ট। তাদেরকে মানুষের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٢٦) وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ} (٢٧) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে। আর এর পূর্বে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি হতে। *(হিজ্র ঃ ২৬-২৭)*

জ্বিন জাতি মানুষের মতোই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ভারপ্রাপ্ত। তাদেরকেও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেছি এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

মানুষের মতোই তাদের মধ্যেও মু'মিন আছে এবং কাফেরও, ভাল আছে

এবং মন্দও। যেমন মানুষের মতোই তারা জান্নাতী হবে এবং জাহান্নামীও।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (١٥) سورة الجن

অর্থাৎ, আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং কতক সীমালংঘনকারী; সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান হয়), তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নেয়। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।' *(জ্বিনঃ ১৪-১৫)*

{وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} (١١) سورة الجن

অর্থাৎ, আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। *(ঐঃ ১১)*

মহান আল্লাহ জ্বিন-ইনসান উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন,

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} (٤٧)

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? *(রাহমানঃ ৪৬-৪৭)*

তাদের নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, আমাদের শরীয়ত তাদের শরীয়ত। *(আহক্বাফঃ ২৯-৩২, জ্বিনঃ ২, ১২)*

জিন ইচ্ছামত রূপ বা আকৃতি ধারণ করতে পারে। এক বৃদ্ধের রূপ ধারণ ক'রে মক্কার কাফেরদের নিকট এসে রসূল ﷺ-কে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল। *(সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৯৩-৯৫)* সুরাকা বিন মালেকের রূপ ধরে বদর যুদ্ধে কোরাইশের স্বপক্ষে শরীক হয়েছিল। *(আদ্-দুর্রুল মানষূর ৪/৭৭)* চোরের রূপ ধরে যাকাতের মাল চুরি করতে এসে আবু হুরাইরার হাতে তিনবার ধরা পড়েছিল এবং শেষে আয়াতুল কুরসী পড়লে শয়তান আসে না এবং আল্লাহর তরফ থেকে হিফাযত হয়---তা শিখিয়েছিল। *(বুখারী ২৩১১নং)* অবশ্য সে মহানবী ﷺ-এর রূপ ধারণ করতে পারে না। *(বুখারী ১১০, মুসলিম ২২৬৬নং)*

জ্বিন মানুষকে কষ্ট দেয়, যেমন মানুষও জ্বিনকে কষ্ট দিয়ে থাকে। হাদীসে

নিষেধ এসেছে, হাড় ও গোবরকে যেন ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার না করা হয়, কারণ তা জ্বিন সম্প্রদায়ের খাদ্য।

۞ যেভাবে জ্বিনেরা মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে

ভাল জ্বিনেরা নিশ্চয়ই কাউকে কষ্ট দেয় না। খারাপ বা শয়তান জ্বিনই নানাভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

১। মানুষের অন্তরে নানা কুমন্ত্রণা ও পাপ-চিন্তার উদ্রেক ক'রে পাপে ও সাংসারিক অশান্তিতে লিপ্ত করে।

২। মানুষকে খামোখা ভয় দেখিয়ে কষ্ট দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} (٦)

অর্থাৎ, কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা তাদের ভয় বাড়িয়ে দিত। *(জ্বিনঃ ৬)*

৩। কুস্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়।

৪। মানুষের মনে-মগজে প্রবেশ ক'রে তাকে কষ্ট দেয়, যাকে 'জ্বিন-পাওয়া' বলা হয়।

নিয়মিত আল্লাহর যিক্র করলে, জ্বিনের কষ্ট থেকে বাঁচা অতি সহজ। যেহেতু আল্লাহর উপর ভরসাকারী বান্দাদের উপর তাদের কোন আধিপত্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٩٩) النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। *(নাহলঃ ৯৯)*

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহ বিশ্ব-মানবতার হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে যেমন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তেমনি তাঁদের উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। সে সকল কিতাবের কথা খোদ মহান আল্লাহর।

۞ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

১। এই বিশ্বাস যে, সমস্ত কিতাব মহান আল্লাহর তরফ থেকে সত্য-সহ অবতীর্ণ হয়েছে।

২। তার মধ্যে যে সকল কিতাবের নাম আমরা জানতে পেরেছি, তার নাম-সহ বিশ্বাস করা। যেমন তাওরাত, যা মূসা ﷺ-এর উপর লিখিত অবতীর্ণ হয়েছিল। ইঞ্জীল, যা ঈসা ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। যবূর, যা দাঊদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন, যা শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে যে সকল কিতাবের নাম আমরা জানতে পারিনি, তার প্রতিও আমভাবে বিশ্বাস রাখা।

৩। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে সমস্ত সঠিক সংবাদ ও তথ্য অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, তা বিশ্বাস করা। যেমন শেষনবী ﷺ সম্বন্ধে সুসংবাদ ইত্যাদি।

৪। মনসূখ বা রহিত না হলে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিধান ও নির্দেশ অনুসারে আমল করা। যেহেতু হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ গ্রন্থ। পূর্বের সকল গ্রন্থকে রহিত করেছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} (٤٨)

অর্থাৎ,এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। *(মাইদাহ ঃ ৪৮)*

۞ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার গৌরবময় সুফল

১। এই জ্ঞানলাভ যে, মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাবও।

২। পূর্ববর্তী কিতাবে আমাদের শেষনবী ﷺ সম্বন্ধে সুসংবাদ রয়েছে। আর তাতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি সত্য নবী।

৩। কিতাবের হিদায়াত অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আগ্রহ লাভ হয়।

৪। আল্লাহ তাআলার দেওয়া এত বড় নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন হয়।

রসূলগণের প্রতি ঈমান

রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল বা নবী পাঠিয়েছেন। যাঁরা নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানাতেন এবং এও জানাতেন যে, তাঁর কোন শরীক নেই; সুতরাং গায়রুল্লাহর ইবাদত বর্জনীয়।

সমস্ত নবীগণ সত্যবাদী, সংযমী, আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ক'রে আল্লাহর বাণী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন।

۞ রসূল শব্দের অর্থ ও তাঁর বৃত্তি

'রাসূল' মানে প্রেরিত দূত বা এমন প্রতিনিধি, যাকে কোন সংবাদ পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় 'রাসূল' বলা হয় তাঁকে, যাঁর কাছে শরীয়তের অহী করা হয়েছে এবং তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর 'নাবী' যাঁকে পূর্ব শরীয়তের নবায়ন ও তা প্রচারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম রসূল হলেন নূহ ﷺ। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} (١٦٣) النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। *(নিসা ঃ ১৬৩)*

ভীষণ কিয়ামতে লোকেরা আদম ﷺ-এর প্রশংসা ক'রে বলবে, '.....আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' আদম ﷺ বলবেন, 'আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। নাফসী! নাফসী! নাফসী! (আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি!) তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা

হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?'..... *(বুখারী-মুসলিম)*

আর সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ ﷺ। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(আহযাব ঃ ৪০)*

এমন কোন জাতি নেই, যার মধ্যে কোন রসূল বা নবী প্রেরিত হননি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦)

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহল ঃ ৩৬)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ} (٢٤)

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। *(ফাত্বির ঃ ২৪)*

۞ রসূলগণের বৈশিষ্ট্য

সকল নবী রসূলই আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষ ছিলেন। তাঁদের কারো মধ্যে রবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। মহান আল্লাহ রসূলদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ সম্বন্ধে বলেন,

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-

মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' *(আ'রাফ ঃ ১৮৮)*

তাঁরা অন্যান্য মানুষের মতো পানাহার করতেন এবং রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। নবীগণের পিতা ইব্রাহীম ﷺ বলেছিলেন,

[الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ] (٨١) سورة الشعراء

অর্থাৎ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং তিনিই আমাকে পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন। *(শুআরা' ঃ ৭৯-৮১)*

মহানবী ﷺ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} (١١٠) سورة الكهف، فصلت ٦

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়.....। *(কাহফ ঃ ১১০, হা-মীম সাজদাহ ঃ ৬)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়ো।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২নং)*

মা-আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি ﷺ অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়ীতে কাজ করে, অনুরূপ তিনিও তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং জুতো সিলাই করতেন। *(সহীহুল আদাবুল মুফরাদ ১/২১৫, সহীহুল জামে' ৯০৬৮)*

মহান আল্লাহ নবী-রসূলগণকে 'তাঁর দাস' বলেই অভিহিত করেছেন এবং সেটাই তাঁদের জন্য প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} (١٧٢)

অর্থাৎ, মসীহ আল্লাহর দাস হবে, তাতে সে কোন মতেই উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণও নয়। *(নিসা ঃ ১৭২)*

{ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} (৩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরাই তো তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩)*

{اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} (১৭) ص

অর্থাৎ, এরা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার বলবান দাস দাউদের কথা; নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী। *(স্বাদ ঃ ১৭)*

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (১) الفرقان

অর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। *(ফুরক্বান ঃ ১)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

আল্লাহর দাস হতে পারা কি কম বড় মর্যাদার কথা?

۞ রসূলগণের প্রতি ঈমানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

১। এই বিশ্বাস যে, সকল রসূলের রিসালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য। যদি কেউ একজন রসূলকে অস্বীকার করে, তাহলে সে আসলে সমস্ত রসূলকে অস্বীকার করে। এই রীতির কথাই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} (১০৫) سورة الشعراء

অর্থাৎ, নূহের সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল। *(শুআরা' ঃ ১০৫)*

নূহ ﷺ-এর সম্প্রদায় কেবল নূহ ﷺ-কেই মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। যেহেতু সে সময় তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ রসূলসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করার কথা বলেছেন। আর তার মানেই হল, একজনকে অস্বীকার করলে, সকলকে অস্বীকার করা হয়।

বলা বাহুল্য, যে আহলে কিতাব নিজেদের নবীর প্রতি ঈমান রাখার দাবী

ক'রে এবং শেষ নবী ﷺ-কে অস্বীকার ক'রে সঠিক পথে আছে মনে করে, তারা আসলে পথভ্রষ্ট, নিজেদের নবীর প্রতিও তাদের ঈমান থাকবে না।

২। রসূলগণের মধ্য হতে যাঁদের নাম আমরা জানতে পারি, তাঁদের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন মুহাম্মাদ, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (৭) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আমি নবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, মারয়্যাম-তনয় ঈসার নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। *(আহযাব ঃ ৭)*

উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে সর্বমোট পঁচিশ জন নবী-রসূলের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম অজানা, তাঁদের প্রতিও সাধারণ ঈমান রাখা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ} (৭৮) سورة غافر

অর্থাৎ, আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। *(মু'মিন ঃ ৭৮)*

৩। রসূলদের ব্যাপারে এবং তাঁদের নিকট থেকে যে সকল সংবাদ শুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা।

৪। তাঁদের মধ্য থেকে সেই রসূলের শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা, যাঁকে আমাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (৬৫) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(নিসা ঃ ৬৫)*

তিনি সারা বিশ্ববাসীর মানব-দানবের জন্য রসূল এবং সর্বশেষ রসূল।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (٢٨) سورة سبأ

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। *(সাবা' ঃ ২৮)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

(١٥٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' *(আ'রাফঃ ১৫৮)*

❁ রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার গৌরবময় সুফল

১। নিজেদের প্রতি মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহের কথা অবগত হওয়া, যিনি আমাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছেন।

২। উক্ত অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা।

৩। সমস্ত রসূলকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা।

৪। আমাদের রসূল ﷺ-এর আনুগত্য ক'রে ইহ-পরকালে সুখী হওয়া।

পরকালের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে এবং মহানবী ﷺ তাঁর হাদীসে মৃত্যুর পর থেকে জান্নাত-জাহান্নাম পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তীকালীন যে সকল সংবাদ দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের পরীক্ষা, শাস্তি ও শান্তি, কিয়ামতের নিদর্শনাবলী, শৃঙ্গায় ফুৎকার, বিশ্বজগৎ ধ্বংস, প্রাণীর পুনরুত্থান, কিয়ামতের হাশর, শাফাআত বা সুপারিশ, হিসাব-নিকাশ,

আমলনামা, মীযান, হওযে কাউষার, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, মৃত্যুর মৃত্যু, মহান আল্লাহর চেহারা দর্শন ইত্যাদি।

❁ শেষ-দিবস

কিয়ামতের দিবসকে 'শেষ-দিবস' বা 'আল-য়্যাউমুল আ-খির' বলা হয়। কারণ এই দিবসের পর আর কোন রাত-দিন নেই। এরপর জান্নাতের অনন্ত সুখ, নচেৎ জাহান্নামের অন্তহীন আযাব। আর এ দিন হবে অনেকের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো দীর্ঘ, অনেকের জন্য যোহর ও আসরের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের মতো ছোট।

❁ তিনটি বিষয় পরকালের প্রতি ঈমানের পর্যায়ভুক্ত

১। দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের পর সমস্ত মৃতের পুনরুত্থান হবে। অতঃপর সকলে নগ্ন পা ও নগ্ন দেহে হাশরের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দন্ডায়মান হবে। তিনি বলেন,

{يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } (١٠٤) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর; যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য; আমি এটা পালন করবই। *(আম্বিয়াঃ ১০৪)*

বলা বাহুল্য, মরণের পর সব কিছু শেষ নয়। মরণের পর দ্বিতীয়বার পার্থিব জীবন নয়। মুসলিম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না। মরণের পর আর একটাই জীবন আছে, সেটা পারলৌকিক জীবন। পুনরুত্থান ঘটবে এবং মানুষকে তার কর্মের হিসাব দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ}

(١٦)

অর্থাৎ,এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। *(মু'মিনূনঃ ১৫-১৬)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পা, নগ্ন দেহ ও খতনাহীন অবস্থায় জমায়েত করা হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এমনি করেননি। তিনি যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা সে পালন করলে তার প্রতিদান এবং পালন না

করলে তার প্রতিফল দেওয়ার জন্য পুনরুত্থানের প্রয়োজন আছে। মানুষ পরস্পরের কাছে অপরাধ ক'রে শাস্তি না পেয়ে ইহ-লীলা সাঙ্গ করছে, তার শাস্তি পেতে তাকে পুনরুত্থিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ} (١١٥) المؤمنون

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? *(মু'মিনূনঃ ১১৫)*

তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন,

{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٧) سورة التغابن

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, 'অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের কসম! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।' *(তাগাবুনঃ ৭)*

কাফেররা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে। ভাবে, মরে-পচে-গলে মাটি হওয়ার পর আবার কীভাবে তাদেরকে জীবিত করা হবে?! আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (٤٩) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً (٥٠) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} سورة الإسراء

অর্থাৎ, তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?' বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। অথবা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।' তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' *(বানী ইস্রাঈলঃ ৪৯-৫১)*

২। পুনরুত্থান ও হাশরের পর মানুষের কাছে হিসাব নেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} (٢٦) سورة الغاشية

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমারই উপর। *(গাশিয়াহঃ ২৫-২৬)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের

এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?' মু'মিন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি।' তিনি বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা ক'রে দিচ্ছি।' অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখা। জান্নাত হল পুরস্কারের আবাস এবং জাহান্নাম হল তিরস্কারের আবাস। জান্নাতের অধিকারী হবে তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} (٨) سورة البينة

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এ (প্রতিদান) তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। *(বাইয়িনাহঃ ৭-৮)*

চির-সুখের রাজ্য জান্নাতে আছে সেই সকল জিনিস, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনেও কল্পিত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٧)

অর্থাৎ, কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। *(সাজদাহঃ ১৭)*

পক্ষান্তরে জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (٢٤) البقرة

অর্থাৎ, ...তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৪)*

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} (٢٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।' আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়; যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত নিকৃষ্ট সেই (অগ্নির) আশ্রয়স্থল। *(কাহফ ঃ ২৯)*

۞ আখেরাতের প্রতি ঈমানের গৌরবময় সুফল

১। পরকালে বিশ্বাস করলে মানুষ অসৎ কাজ করতে ভয় পাবে এবং সৎ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। যেহেতু তার মনে প্রতিফলের ভয় ও প্রতিদানের লোভ থাকবে।

২। আল্লাহকে যথাযথ ভয় করবে এবং তার ইবাদতে মনোযোগী হবে।

৩। সৃষ্টির প্রতি অন্যায়াচরণ করবে না, কারণ দুনিয়াতে তার সাজা না পেলে আখেরাতে অবশ্যই পাবে।

৪। অন্যায়ভাবে যা তার খোয়া যায়, তা পরকালে পাওয়ার আশায় ধৈর্যধারণে উদ্বুদ্ধ হবে।

পুনরুত্থান অসম্ভব নয়

কাফেররা মরণের পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং তা অসম্ভব ধারণা করে। কিন্তু মু'মিনরা তা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর জন্য তা খুব সহজ মনে করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٧) سورة التغابن

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, 'অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের কসম! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে

সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।' *(তাগাবুন ঃ ৭)*

শরীয়তে এর ভূরিভূরি প্রমাণ বিদ্যমান।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দ্বারাও বিশ্বাস করা যায় যে, মহান আল্লাহ মৃতকে অতি সহজে জীবিত করতে পারেন। তিনি ইতিপূর্বে মৃতকে জীবিত ক'রে দেখিয়েছেন। আল-কুরআনে সূরা বাক্বারার পাঁচ জায়গায় পাঁচটি উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে।

۞ প্রথম উদাহরণ ঃ

{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٥٦) البقرة

অর্থাৎ, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না।' তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে এবং নিজেরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(বাক্বারাহ ঃ ৫৫-৫৬)*

তূর পাহাড়ে তাওরাত আনতে যাওয়ার সময় মূসা ﷺ ৭০ জন লোককে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তারা মূসা ﷺকে বলল, মহান আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত নই। তাই শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা মারা যায়। আর তাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করার অর্থ হল, প্রথমে যাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিল শেষের লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল এবং দেখতে দেখতে সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করলেন।

۞ দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

{وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٧٣)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করছিলে, অথচ তোমরা যা গোপন

করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, এটির (গাভীটির) কোন অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার। *(ঐঃ ৭২-৭৩)*

এটা হত্যা সম্পর্কীয় সেই ঘটনাই যার কারণে বানী-ইস্রাঈলকে গাভী যবেহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবেই আল্লাহ সেই হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। অথচ ঐ হত্যা রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে করা হয়েছিল।

উক্ত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত ক'রে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করার স্বীয় ক্ষমতার প্রমাণ পেশ করেছেন।

❁ তৃতীয় উদাহরণঃ

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}

অর্থাৎ, তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' পরে তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয়, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। *(ঐঃ ২৪৩)*

এ ঘটনা বিগত কোন জাতির। কোন সহীহ হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। তফসীরের বর্ণনায় এটাকে বনী-ইস্রাঈলদের যুগের ঘটনা বলা হয়েছে এবং যে নবীর দুআয় তাদেরকে মহান আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন, তাঁর নাম 'হিযক্বীল' বলা হয়েছে। এরা জিহাদে নিহত হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা মহামারী রোগের ভয়ে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল; যাতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে প্রথমতঃ এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে বেঁচে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এও জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হলেন মহান আল্লাহ। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা পুনরায় সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত মানুষকে ঐভাবেই জীবিত করবেন, যেভাবে তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে জীবিত ক'রে দিলেন। *(আহসানুল বায়ান)*

❁ চতুর্থ উদাহরণঃ

{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٥٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, অথবা সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ কর, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে (লোকটি) বলল, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ এ (নগরটি)কে জীবিত করবেন?' তখন আল্লাহ তাকে একশত বৎসর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?' সে বলল, 'একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ।' তিনি বললেন, 'বরং তুমি একশত বৎসর (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছিলে। অথচ তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে। আর তুমি তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর, (এগুলো এ জন্য যে,) আমি তোমাকে মানব-জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কীভাবে সেগুলিকে আমি সংযোজিত করি, অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দিই।' সুতরাং যখন এটি তার নিকট সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাশক্তিমান।' *(বাক্বারাহঃ ২৫৯)*

❁ পঞ্চম উদাহরণঃ

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٦٠)

অর্থাৎ, আরো (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?' সে বলল, 'অবশ্যই (বিশ্বাস করি)। কিন্তু আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য (দেখতে চাই)!' তিনি বললেন, 'তবে চারটি

পাখী ধর এবং ঐগুলিকে তোমার বশীভূত কর (তা যবেহর পর টুকরা-টুকরা ক'রে সম্মিলিত কর)। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর ঐগুলিকে ডাক দাও, (দেখবে,) ঐগুলি দ্রুতগতিতে তোমার নিকট এসে উপস্থিত হবে। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৯)*

বাস্তব-ঘটিত ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃতকে পুনর্জীবিত করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়। এ ছাড়া ঈসা ﷺ-এর মু'জিযার ব্যাপারেও প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করতেন।

۞ পুনরুত্থানের যুক্তিসম্মত প্রমাণ ঃ

(ক) যখন মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখন তিনি তাকে রূপদান করেছেন। সুতরাং যে উদ্ভাবনকর্তা প্রথমবারে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সৃষ্টি করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢٧) سورة الروم

অর্থাৎ, আর তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনর্বার একে সৃষ্টি করবেন; এ তাঁর জন্য সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(রূম ঃ ২৭)*

(খ) অনাবৃষ্টির ফলে মাসের পর মাস আমরা মরুভূমিতে কোন ঘাস বা গাছের চিহ্ন দেখতে পাই না। অতঃপর বৃষ্টি হলে সেই ভূমি ঘাস-পাতায় সবুজ ও শ্যামল হয়ে ওঠে। মৃত ভূমির ধূলিকণার সাথে বীজকে লুকিয়ে রেখে তিনি বৃষ্টি দ্বারা অঙ্কুরিত করেন। তেমনিই তিনি মানুষের কোন দেহাংশ নিয়ে তাকে পুনর্জীবিত করবেন। তা অসম্ভব কেন হবে? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٣٩) سورة فصلت

অর্থাৎ, আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৯)*

۞ মধ্য-জগৎ ও পরকালের শামিল

কবরের পরীক্ষা, তার আযাব ও শান্তি

কবরে দাফন হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে তার প্রতিপালক, দ্বীন ও নবীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মু'মিন হলে আল্লাহ তাকে মজবুত বাক্য কালেমা দ্বারা সবল করেন। ফলে সে ঠিক ঠিক জবাব দিতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে কাফের বা মুনাফিক হলে আল্লাহ তাকে ভ্রষ্ট করেন এবং সে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে সক্ষম হয় না।

কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারীদের জন্য কিয়ামতের হিসাবের পূর্বেও কবরে আযাব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (٩٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা), যখন (ঐ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে; কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।' *(আনআম ঃ ৯৩)*

মহান আল্লাহ ফিরআউনের অনুসারীদের সম্পর্কে বলেন,

{النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (٤٦) سورة غافر

অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফিরিশ্তাদেরকে বলা হবে,) 'ফিরআউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।' *(মু'মিন ঃ ৪৬)*

মহানবী ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, কবরে আযাব হবে। সুতরাং তোমরা কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও। তিনি নিজেও প্রত্যেক নামাযের শেষ বৈঠকে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবাগণকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

পক্ষান্তরে পূর্ণ মু'মিনদের জন্য রয়েছে কবরের শান্তি। মহান আল্লাহ

বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} (٣٠) سورة فصلت

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০)*

একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল

উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও

সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্‌তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ্ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ্ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ}

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(আ'রাফঃ ৪০)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় মহানবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } (٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। *(হাজ্জঃ ৩১)*

সুতরাং তার রূহ্ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবু দাউদ ৪৭৫৩নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন,) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই

ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী ক'রে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" *(বুখারী)*

۞ যুক্তির নিকষে কবরের আযাব

কবর তো সংকীর্ণ একটি গর্ত। পরবর্তীতে তা বুজেও যায়। সেখানে উল্লিখিত শ্রেণীর আযাব ও শান্তি কীভাবে সম্ভব?

আসলে কবর একটি অদৃশ্য জগৎ। যাকে আমরা মধ্য-জগৎ বলে থাকি। তার মধ্যে মৃত ব্যক্তির আযাব ও শান্তির উপমা একটি ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো, যে ছোট্ট একটা খাটে ঘুমিয়ে থাকে এবং স্বপ্নের বিশাল জগতে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। স্বপ্নে সুখ পায়, কষ্ট পায়, কিন্তু বাইরের লোকে তা জানতে পারে না। আর সেও বাইরের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকে। পার্থিব জগৎ ও মধ্য জগতের মাঝে রয়েছে চিরস্থায়ী পর্দা।

তকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

তকদীরের প্রতি ঈমানের অর্থ এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি সবার অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই পরিজ্ঞাত। সুতরাং তিনি নিজ জ্ঞান অনুযায়ী সকলের ঘটনা-ঘটন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করেছেন এবং তা লিখে রেখেছেন। তিনি যা চেয়েছেন, তাই ঘটেছে। যা চাননি, তা ঘটেনি। তিনি যা চাচ্ছেন, তাই ঘটছে। যা চান না, তা ঘটে না। তিনি যা চাইবেন, তাই ঘটবে। যা চাইবেন না, তা ঘটবে না। অবশ্য বান্দার নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার আছে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছার অনুবর্তী।

তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা সুপথগামী ও সুখী করেন, কিন্তু তা তার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে করেন। আর যাকে ইচ্ছা বিপথগামী ও বিপদগ্রস্ত করেন, কিন্তু তা তার প্রতি ইনসাফ বজায় রেখেই করেন।

বান্দার ভাল-মন্দের ব্যাপারে তিনি যালেম নন এবং বান্দাকে কোন কাজে বাধ্য করেন না। তকদীরের ভাল-মন্দ সব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে আসে। আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্য করেন। কিন্তু অনেক সময় বান্দা তা বুঝতে পারে না।

۞ তকদীরের প্রতি ঈমানে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত

১। এই বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত, সার্বিক ও চিরন্তন জ্ঞান রাখেন। তিনি কিছু ঘটার আগেও

জানতেন যে, তা ঘটবে এবং তা ঘটলে কী রূপ নিয়ে ঘটবে।

২। এই বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ সে সব তকদীরের কথা 'লওহে মাহফূয'-এ লিখে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٧٠) سورة الحج

অর্থাৎ, তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে। অবশ্যই এটা আল্লাহর নিকট সহজ। *(হাজ্জ ঃ ৭০)*

{مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٢٢) سورة الحديد

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। *(হাদীদ ঃ ২২)*

৩। এই বিশ্বাস রাখা যে, সারা সৃষ্টি-জগৎ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যা করেন, তা অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি বলেন,

{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে। *(ক্বাস্বাস ঃ ৬৮)*

আর ভাল-মন্দ সৃষ্টি যা করে, তাও তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} (٩٠) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য দান করতেন এবং নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। *(নিসা ঃ ৯০)*

৪। এই বিশ্বাস রাখা যে, সকল বস্তু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর এ কাজে তিনি মহাশক্তিমান। সুতরাং তিনি প্রত্যেক কর্তা ও তার কর্মকে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক বিচরণশীল বস্তু ও তার বিচরণ-ক্ষমতাকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক স্থিতিশীল বস্তু ও তার স্থিতিশীলতাকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (٦٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। *(যুমার ঃ ৬২)*

{وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} (٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান করেছেন। *(ফুরক্বান ঃ ২)*

{وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (٩٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে কর্ম কর তা-ও।' *(স্বাফ্ফাত ঃ ৯৬)*

۞ বান্দার ইচ্ছা-শক্তি

ভাল-মন্দ সব কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছাতে ঘটে, তার মানে এই নয় যে, বান্দার কোন ইচ্ছা ও এখতিয়ার নেই। বরং বান্দার নিজস্ব এখতিয়ার আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ} (٢٩) الكهف

অর্থাৎ, বল, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।' *(কাহ্ফ ঃ ২৯)*

{إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} (١٩) سورة المزمل

অর্থাৎ, এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। *(মুয্যাম্মিল ঃ ১৯)*

{ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا} (٣٩) سورة النبأ

অর্থাৎ, ঐ দিন সুনিশ্চিত, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুক। *(নাবা' ঃ ৩৯)*

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا} (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর। *(তাগাবুন ঃ ১৬)*

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اكْتَسَبَتْ} (٢٨٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)*

বাস্তবে আমরা জানি যে, মানুষ নিজের ইচ্ছাতে কর্ম ক'রে থাকে, ভাল বা মন্দ পথ নিজেই বেছে নেয়। অবশ্য কিছু কাজ আছে, যা তার ইচ্ছার বাইরে ঘটে। যেমন রোগ-বালা ইত্যাদি। তবে তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সকল কর্ম সেই মহান প্রতিপালকের ইচ্ছার অনুগামী। যেহেতু সারা সৃষ্টির উপর তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব চলে এবং সব কিছু তাঁরই মালিকানাধীন। কাজেই তাঁর রাজত্বে তাঁর জ্ঞান, হুকুম, ইচ্ছা ও অনুমতির বাইরে কোন কিছুই ঘটতে পারে না। তিনি বলেন,

{لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(তাকবীর ঃ ২৮-২৯)*

۞ তকদীর পাপের দলীল নয়

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পাপ ঘটে না, তার মানে এই নয় যে, পাপ করলে তার শাস্তি হবে না। যেহেতু বান্দা পাপ করে নিজের ইচ্ছায়। অতএব তার শাস্তি সে ভোগ করবে। অবশ্য আল্লাহ চাইলে সে পাপ ঘটত না, সে কথা স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ বলেন,

{سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ} (١٤٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যারা অংশী স্থাপন করেছে তারা অচিরেই বলবে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা অংশী স্থাপন করতাম না এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধও করতাম না।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা মনে করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, 'তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকলে আমাদের

নিকট তা পেশ কর। তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং শুধু অনুমানভিত্তিক কথাই বলে থাক।' *(আনআমঃ ১৪৮)*

তকদীর ও আল্লাহর ইচ্ছাই যদি মানুষের দলীল হতো, তাহলে পাপ করলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন না এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য রসূল-কিতাব পাঠাতেন না। মহান আল্লাহ রসূল প্রেরণের যুক্তি বর্ণনা ক'রে বলেন,

{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } (١٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল প্রেরণ করেছি; যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। *(নিসাঃ ১৬৫)*

প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহর ইরাদা ও ইচ্ছা দুই প্রকার ঃ কওনিয়্যাহ ও শারঈয়্যাহ।

ফিরআউন ঈমান আনুক---এ ইচ্ছা ছিল শারঈয়্যাহ (শরয়ী ইচ্ছা)। তাই তিনি মূসা ও হারূনকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কওনিয়্যাহ (সৃষ্টিগত ইচ্ছা)তে চাননি, তাই সে ঈমান আনেনি।

যেমন তাঁর হুকুমও কওনী আছে। এ হুকুমে 'কুন' বললে সব কিছু হতে বাধ্য। কিন্তু শরয়ী হুকুম হয় উপদেশমূলক। তাই 'নামায পড়'---এ হুকুম থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক নামায পড়ে না।

۞ তকদীরের প্রতি ঈমান আনার গৌরবময় সুফল

১। বান্দা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে পারে। যেহেতু তিনিই প্রত্যেক কার্য ও কারণের সৃষ্টিকর্তা।

২। বান্দা নিজ হৃদয়ে স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, যখন সে বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক জিনিস তাঁরই ইচ্ছা ও নিয়তি অনুযায়ী ঘটছে।

৩। কোন আশা পূর্ণ হলে অথবা কোন সৎকার্য সম্পাদন করলে মনে গর্ব আসে না। কারণ যে মঙ্গল বান্দার লাভ হয়, তা আল্লাহরই নির্ধারণ অনুসারে হয়। সুতরাং সে তখন তাঁরই কৃতজ্ঞতা করে এবং গর্ব বর্জন করে।

৪। কোন আশা পূর্ণ না হলে অথবা অকল্যাণ ঘটলে মনের দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ আসে না। যেহেতু বান্দা জানে যে, যা ঘটছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটছে। সুতরাং সে তাতে ধৈর্য ধারণ ক'রে সওয়াবের আশা করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (٢٣) سورة الحديد

অর্থাৎ,এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। *(হাদীদঃ ২৩)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" *(মুসলিম)*

۞ তকদীরের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে ভ্রষ্ট দু'টি ফির্কাহ

এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাহর আক্বীদাহ-বিরোধী দু'টি ভ্রষ্ট ফির্কাহ রয়েছেঃ-

১। জাবারিয়্যাহ ঃ যারা তকদীরে বিশ্বাসী এবং তদবীরে বিশ্বাসী নয়। এরা বলে, সব কিছু ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে, ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে মানুষ বাধ্য। তাতে তার কোন ইচ্ছা ও এখতিয়ার থাকে না। মানুষ কলের গাড়ি বা পুতুলের মতো। চলা বা নাচার কোন ক্ষমতা তার নিজস্ব নয়।

২। ক্বাদারিয়্যাহ ঃ যারা তকদীরে বিশ্বাসী নয়, কেবল তদবীরে বিশ্বাসী। তারা ভাগ্যের লিখনকে অস্বীকার করে এবং ধারণা করে যে, বান্দার কাজে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রভাব নেই।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাহ এ ব্যাপারে এবং সকল ব্যাপারেই মধ্যমপন্থী। তাঁরা তকদীরে বিশ্বাসী এবং তদবীরেও বিশ্বাসী। যেহেতু শরীয়ত উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

সুতরাং বান্দার ইচ্ছা ও এখতিয়ার সাব্যস্ত ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

{مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ} (١٥٢) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমাদের কতক লোক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক লোক পরকাল চেয়েছিল। *(আলে ইমরানঃ ১৫২)*

বাস্তবসম্মত প্রমাণ এই যে, এক স্ত্রী ব্যভিচারে নিজ স্বামীর হাতে ধরা

পড়লে তাকে বেধড়ক মারতে শুরু করল। স্ত্রী বলল, 'তুমি আমাকে মারছ কেন? আমার কপালে ছিল বলেই তো আমি ব্যভিচার করেছি। তাতে আমার দোষ কী?'

স্বামী বলল, 'তুমি মার খাও। তোমার কপালে ছিল বলেই তো আমি তোমাকে মারছি। তাতে আমার দোষ কী?'

পক্ষান্তরে যারা তকদীর ও আল্লাহর ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, তারাও পথভ্রষ্ট। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (٢٥٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের (নবীদের) পরবর্তী লোকেরা---তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে---পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ (যুদ্ধ) করত না। কিন্তু তারা মতভেদ ঘটালো, ফলে তাদের কিছু (লোক) বিশ্বাস করল এবং কিছু অবিশ্বাস করল। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। *(বাক্বারাহঃ ২৫৩)*

{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١٣) سورة السجدة

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার এ কথা যথার্থ সত্য, আমি নিশ্চয়ই মানব ও দানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। *(সাজদাহঃ ১৩)*

আর বিবেকও তাই বলে যে, সারা সৃষ্টি সেই স্রষ্টার দাসানুদাস। আর কোন দাসের পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, প্রভুর আজ্ঞা, অনুমতি বা মৌন-সম্মতি ছাড়া কোনও কর্ম করবে?

জ্ঞাতব্য যে, বিশ্ব-রচনার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তকদীর লেখা হয়েছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের কপালে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও রুযী-মরণ লেখা হয়। যেমন শবেকদরে বাৎসরিক ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

সমাপ্ত